সমকাল

প্রকাশ : ২৫ মে, ২০১৭ ২২:১৮:২৬আপডেট : ২৫ মে, ২০১৭ ২২:৪৯:৩৪

ন্যানো স্যাটেলাইট 'ব্র্যাক অন্বেষা'র গ্রাউন্ড স্টেশন উদ্বোধন

সমকাল প্রতিবেদক

জাপানে অধ্যয়নরত বাংলাদেশের ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তৈরি ন্যানো স্যাটেলাইট 'ব্র্যাক অন্বেষা'র গ্রাউন্ড স্টেশনের উদ্বোধন হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাখালী ক্যাম্পাসের ৪ নম্বর ভবনের ছাদে এ স্টেশনের উদ্বোধন করেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের চেয়ারপারসন স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ সাদ আন্দালিব, সহযোগী অধ্যাপক ড. খলিলুর রহমান ও সহকারী অধ্যাপক ড. মো. হাসানুজ্জামান সাগর এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া গ্রাউন্ড স্টেশনে কর্মরত আট শিক্ষার্থী— মোহাম্মদ সৌরভ, বিজয় তালুকদা, আইনুল হুদা, সানন্দ চয়ন, জামিল আরিফিন, আরাফাত হক, মো. শাকিল উজ্জামান এবং আদনান সাব্বির উপস্থিত ছিলেন।

ন্যানো স্যাটেলাইটটি তৈরি করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক্স প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি নেওয়া রায়হানা শামস ইসলাম, আবদুল্লাহ হিল কাফি ও মাইসুন ইবনে মনোয়ার।

অনুষ্ঠানে স্যার ফজলে হাসান আবেদ বলেন, 'বাংলাদেশে গবেষণার ক্ষেত্রে খুব বেশি বিনিয়োগ করা হয় না। বিভিন্ন দেশে গবেষণা বাবদ জিডিপির ৩ শতাংশ ব্যয় করা হয়। বাংলাদেশে গবেষণার ক্ষেত্রে ০.১ শতাংশও ব্যয় হয় কি-না জানি না। ধীরে ধীরে আমাদের গবেষণার ওপর নজর দিতে হবে।'

তিনি বলেন, 'সরকার যদি জিডিপির ১ শতাংশও গবেষণার জন্য ব্যয় করে, তাহলে আমরা উপকৃত হবো। গবেষকরা তাদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন পান না বলে অনেকেই হতাশ হয়ে বিদেশে চলে যান।'

তিনি মেধার সঠিক পরিচর্যার জন্য গবেষণায় বেশি বিনিয়োগ ও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অধ্যাপক সৈয়দ সাদ আন্দালিব বলেন, সরকার, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমেই শিক্ষা ও গবেষণায় উৎকর্ষ সাধন সম্ভব।

জাপান থেকে স্কাইপের মাধ্যমে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুক্ত হন ন্যানো স্যাটেলাইটের তিন কারিগর। তারা বলেন, ন্যানো স্যাটেলাইটটি এবার জাপানে তৈরি হলেও এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সামনে বাংলাদেশেই এ ধরনের স্যাটেলাইট তৈরি করা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ১০ সেন্টিমিটার কিউব আকৃতির ও এক কেজি ওজনের ন্যানো স্যাটেলাইট 'ব্র্যাক অন্বেষা' আগামী ২ জুন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা থেকে মার্কিন বেসরকারি মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সে ফ্যালকন-৯ রকেটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে উৎক্ষেপণ করা হবে।

এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে জাপানে এক অনুষ্ঠানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ সাদ আন্দালিব কিউশু ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যানো স্যাটেলাইটটি গ্রহণ করেন। একই অনুষ্ঠানে জাপান অ্যারোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সির কাছে মহাকাশে উৎক্ষেপণের জন্য এটিকে হস্তান্তর করা হয়।

স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে ইতিমধ্যে এই গ্রাউন্ড স্টেশন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওশানিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (নোয়া) 'নোয়া-১৮' ও 'নোয়া-১৯' এর মতো আবহাওয়া স্যাটেলাইট এবং বিভিন্ন ন্যানো স্যাটেলাইটের বিকন (ডাটা) রিসিভ করা শুরু করেছে। বিশেষ বিশেষ দিনে হ্যাম রেডিও দিয়ে মহাকাশে ভেসে থাকা ন্যানো স্যাটেলাইট থেকে জাতীয় সঙ্গীত শোনা যাবে। ন্যানো স্যাটেলাইটটি পৃথিবী থেকে ৪০০ কিলোমিটার ওপরে অবস্থান করবে এবং পৃথিবীর চারপাশে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে ৯০ মিনিটের মতো সময় নেবে। এটি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে দিনে ৪ থেকে ৬ বার উড়ে যাবে।

নানা বিষয়ে গবেষণার জন্য উচ্চমানের ছবি তুলে পাঠাবে স্যাটেলাইটটি। মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করাই হবে এর অন্যতম কাজ। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা তাদের গবেষণা ও শিক্ষাদান কার্যক্রমে এসব তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করবেন। মহাকাশ গবেষণা ও স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল তৈরি করাও এই গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

Print

ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫ ৮৮৭০১৯৫

ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১ ৮৮৭৭০১৯৬

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার

বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০

প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা - ১২০৮